আলমডাঙ্গায় সামান্য বৃষ্টিতেই সড়কে হাঁটু পানি, ভোগান্তিতে পথচারী-জনসাধারণ

আলমডাঙ্গা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে সামান্য বৃষ্টি হলেই হাঁটুপানি জমে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে দুর্ভোগের সৃষ্টি হচ্ছে। পানি নিষ্কাশনের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অনেক স্থানে জলাবদ্ধতার কারণে বাড়ি থেকে বের হওয়া, মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়া এবং শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতও কঠিন হয়ে পড়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতার সমস্যা রয়েছে। এবি বাড়ির রাস্তা থেকে আলমডাঙ্গা বিদ্যুৎ অফিস পর্যন্ত সড়কের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টির পানি জমে হাঁটুপানিতে পরিণত হয়েছে। কোথাও কোথাও সড়কের পাশের বাড়ির প্রবেশপথেও পানি জমে রয়েছে। ফলে স্থানীয়দের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এলাকায় পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশন হতে পারে না। বৃষ্টি থেমে গেলেও দিনের পর দিন সড়কে পানি জমে থাকে। নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত পানির মধ্য দিয়েই চলাচল করতে হচ্ছে তাদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার পৌর প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জানানো হলেও এখন পর্যন্ত স্থায়ী কোনো সমাধান হয়নি। দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় ড্রেন নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন তারা।

এদিকে পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডসহ বিভিন্ন এলাকাতেও বেহাল সড়ক ও জলাবদ্ধতার কারণে জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই ভাঙাচোরা সড়কের খানাখন্দে পানি জমে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে সমস্যা হচ্ছে।

এরশাদপুর চাতালমোড় থেকে আলমডাঙ্গা কলেজ মোড় পর্যন্ত সড়কটির অবস্থাও দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। স্থানীয়দের দাবি, একাধিকবার সংস্কারের উদ্যোগ ও টেন্ডার প্রক্রিয়া হলেও মাঠপর্যায়ে কাজের দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখা যায়নি। ফলে প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে চলাচলকারী মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, এরশাদপুর চাতালমোড় থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত সড়কটির টেন্ডার নিয়ে জটিলতার কারণে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। এ কারণে সড়কটির সংস্কারকাজ দীর্ঘদিন ধরে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এ ছাড়া আলমডাঙ্গা মাছ বাজারের আলিফ উদ্দিন রোডেও সব সময় পানি জমে থাকে। এতে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তির অন্ত নেই।

ভুক্তভোগী এলাকাবাসীর দাবি, পৌর কর্তৃপক্ষ দ্রুত জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বেহাল সড়কগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নেবে। একই সঙ্গে চলমান আইনি ও টেন্ডার জটিলতা দ্রুত নিরসন করে সংশ্লিষ্ট সড়কের উন্নয়নকাজ শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

ঝিনাইদহ শহরে সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা, জনদুর্ভোগ চরমে

ঝিনাইদহ পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ৬৮ বছর পার করলেও শহরে মজবুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে ঝিনাইদহ পৌরসভার বিভিন্ন এলাকার মানুষ জলাবদ্ধতার কবলে পড়েছেন।

রাস্তার উপর পানি জমে থাকায় মানুষ চলাচল করতে পারছে না ফলে জনদুর্ভোগ দেখা দিয়েছে। পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা না করে মেয়র-কাউন্সিলদের সুবিধামতো কোটি কোটি টাকার অপরিকল্পিত ড্রেন মহল্লাবাসীর গলার কাটা হয়ে দেখা দিয়েছে।

এদিকে ড্রেনেজ সমস্যা নিয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ বলছে, শহরের ছোট বড় সব খাল, পুকুর ও নালা ভরাট করে বাড়ি তৈরি করার কারণে পানি বের হওয়ার কোন রাস্তা নেই।

তাই পানি নিষ্কাশনের একমাত্র ভরসা পৌরসভার ড্রেন। জলাবদ্ধতা নিরসনে বিভিন্ন এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে অস্থায়ী ভিত্তিতে পানি বের করার চেষ্টা করা হলেও তা টেকসই হচ্ছে না।

সরজমিন দেখা গেছে, ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রায় ৮০ ভাগ ড্রেনের কোন মাথামুন্ডু নেই। বিভিন্ন মেয়রের আমলে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ড্রেন তৈরি করা হলেও একটির সঙ্গে অন্যটির কোন সংযোগ নেই। ফলে বৃষ্টির পানি ড্রেন ছাপিয়ে পাড়া মহল্লায় প্রবেশ করছে।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ১৯৫৮ সালে ঝিনাইদহ পৌরসভা গঠিত হয়। এ পর্যন্ত ১৪ জন রাজনৈতিক নেতা মেয়র ও কয়েকজন আমলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে পরিকল্পিত ড্রেন তৈরিতে কেউ কার্যকর ভূমিকা পালন করেননি।

বরাদ্দকৃত টাকা লুটপাট করে চলে গেছেন। ব্যাপারীপাড়া, পাগলাকানাই, আদর্শপাড়া, মহিলা কলেজ পাড়া, উপ-শহরপাড়া, পাগলাকানাই এলাকার বদরউদ্দীন সড়ক, পূজা মন্দিরপাড়া, চাকলাপাড়া, কলাবাগান, গীতাঞ্জলী সড়ক, কাঞ্চননগর, হামদহ, পবহাটী,ভুটিয়ারগাতি, আরাপপুরসহ ৩০টি এলাকায় ড্রেন থাকলেও কোন প্রবাহ নেই।

ঝিনাইদহ শহরের ব্যাপারীপাড়ার বাসিন্দা আজিজুর রহমান জানান, ব্যাপারীপাড়ার ড্রেনগুলোতে কোন প্রবাহ নেই। নিয়মিত পরিস্কার করা হয় না। অনেক স্থানে ড্রেন ভেঙ্গে সমান হয়ে গেছে। ফলে বাসাবাড়ির পানির সঙ্গে বৃষ্টির পানি মিশে ড্রেনের ময়লা আবর্জনা ভেসে মহল্লা একাকার হয়ে যায়।

তিনি বলেন, আমরা হোল্ডিং ট্যাক্স দিচ্ছি, পৌর কর দিচ্ছি কিন্তু কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছি না। নাগরিকদের সমস্যা যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই রয়ে গেছে।

পাগলাকানাই পূজা মন্দির এলাকার বাসিন্দা রিপন ঘোষ জানান, পাগলাকানাই ও চুয়াডাঙ্গা বাসষ্ট্যান্ড এলাকার ড্রেনের কোন মাথামুন্ডু নেই। বাসাবাড়ির পানি কোথায় গিয়ে পড়বে সেই ব্যবস্থা ড্রেনে রাখা হয়নি।

বরং ড্রেনের পানি উল্টো বাসাবাড়িতে ঢুকে পড়ে। তিনি আরো জানান, শুক্রবার-শনিবারের বৃষ্টিতে তাদের পাড়ার বেশির ভাগ বাড়ির মধ্যে পানি ঢুকে পড়েছে। জোড়া পুকুর উপচে শহীদ জিয়া সড়কটি এখন পানির নিচে।

পাগলাকনাই এলাকার আরেক বাসিন্দা ব্যাংকার মাহবুব পানিমগ্ন পথ চলতে গিয়ে জানান, তাদের বাড়িতে প্রবেশের একমাত্র পথ বদর উদ্দীন সড়কটি তলিয়ে গেছে। ফলে এলাকার মানুষ বাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না। বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা খুবই কষ্টে আছে।

ঝিনাইদহ পৌর সভার প্রকৌশলী রাশেদ আলী খান জানান, ঝিনাইদহ পৌর এলাকায় এলজিএসপি ও পাবলিক হেলথ এর দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। এই প্রকল্পের আওতায় তিনটি প্রধান আরসিসি ড্রেন তৈরি ও ২৫ শহর প্রকল্পের আওতায় ছোট-বড় ১৮ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচলক রথীন্দ্র নাথ রায় গত শুক্রবার বিকালে জানান, অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে এমন জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া কিছু হোটেল ও ক্লিনিকের ময়লা আবর্জনা ফেলে ড্রেন বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, জনদুর্ভোগের নিরসনে কাজ চলছে। পানি জমে যাতে মানুষ কষ্ট না পায় সে জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।

৬ বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টির আভাস

দেশের সব বিভাগে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মধ্যে ছয় বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টি ঝরবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সেই সঙ্গে দেশজুড়ে তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে বলেও সংস্থাটি আভাস দিয়েছে।

বুধবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে এ তথ্য

জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে অতিভারি বর্ষণ হতে পারে। এ সময় সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।

আবহাওয়ার সিনপটিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, উড়িষ্যা উপকূল এবং তৎসংলগ এলাকায় অবস্থানরত নিম্নচাপটি উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে গতকাল সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়।

এটি আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টায় লঘুচাপ আকারে ছত্তিশগড় ও তৎসংলগ্ন পূর্বমধ্য প্রদেশ এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আরো পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, নিম্নচাপের কেন্দ্রস্থল, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সক্রিয় ও অন্যত্র মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় রয়েছে।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে আজ সকাল ৬টা পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় ৬০ মিলিমিটার। এ সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেডর্ক করা হয়েছে কিশোরগঞ্জের নিকলি ৩৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও একই এলাকায় রেকর্ড করা হয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সারা দেশে বজ্রসহ বৃষ্টির আভাস

আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সারা দেশে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। সেইসঙ্গে দিনের তাপমাত্রা প্রায় ২ ডিগ্রি এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। বুধবার (১৩ আগস্ট) বাংলাদেশ আবহাওয়া

অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিকের দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়।

আবহাওয়া অফিস জানায়, আগামীকাল সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

সেইসঙ্গে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে অতিভারি বর্ষণ হতে পারে এবং সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। এ ছাড়া রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, খুলনা ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি বর্ষণ হতে পারে এবং সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে অতিভারি বর্ষণ হতে পারে এবং সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

আগামী শনিবার (১৬ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের বর্ষণ হতে পারে।

এ ছাড়া সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আগামী রবিবার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে অতিভারি বর্ষণ হতে পারে। এ ছাড়া সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামী পাঁচদিনের মধ্যে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

মেহেরপুরে আষাঢ়ের শুরুতে স্বস্তির বৃষ্টি

আজ পহেলা আষাঢ়। সকালটা শুরু হয় রোদের তীব্রতা আর ভ্যাপসা গরম নিয়ে। মানুষের মাঝে ছিল অসহনীয় অস্বস্তি। রোদ আর গরমে ক্লান্ত হয়ে ওঠে কর্মজীবী মানুষ। ঈদের দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে অফিসপাড়াতেও ভিড়। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অফিসের প্রয়োজনে আসেন অনেকেই। ক্লান্তি ও গরমের মাঝে হঠাৎ হালকা মেঘে ঝরতে শুরু করে বৃষ্টি। পরে মেহেরপুরের আকাশ ঢেকে যায় কালো মেঘে।

মেহেরপুরে আষাঢ়ের শুরুর দিনেই দেখা মিলেছে বৃষ্টির। আজ রোববার দুপুর ১টায় কালো মেঘে ঢেকে যায় মেহেরপুরের আকাশ। থেমে থেমে প্রায় আধাঘণ্টা ধরে চলে বৃষ্টি। দীর্ঘসময়ের তীব্র রোদ আর ভ্যাপসা গরমের পর এই বৃষ্টি স্বস্তি এনে দিয়েছে মানুষের মাঝে। স্বস্তি নিয়েই কাজে বের হয়েছেন শ্রমজীবী মানুষ।

গাংনী বাজারের ভ্যানচালক রমজান আলী বলেন, “অন্যান্য বছর ঈদে অনেক টাকার ভাড়া হয়। প্রতিদিন ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। এবার রোদ আর গরমে মানুষ বের না হওয়ায় ২০০-৩০০ টাকার বেশি হয়নি। ঈদের দশ দিনেও ভালো যাত্রী পাইনি।”

“আজ হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ায় বিকেলে রাস্তায় বের হয়েছি”—এমনটাই জানাচ্ছিলেন ৫০ বছর বয়সী ভ্যানচালক জমিরুল হক।

আজ দুপুর ১২টায় মেহেরপুরে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে সারা দেশের ন্যায় খুলনা বিভাগের মেহেরপুরেও বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিল চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অধিদপ্তর।

বৃষ্টির মধ্যেই সড়কে কার্পেটিংয়ের কাজ করার অভিযোগ

বৃষ্টির মধ্যেই সড়কে কার্পেটিংয়ের কাজ করার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে বিরুদ্ধে। গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিন কোটচাঁদপুরের রামচন্দ্রপুর সিঙ্গিয়া সড়কে এ কাজ করেন প্রতিষ্ঠানটি। এক বছরের সিকিউরিটি আছে, সড়ক নস্ট হয়ে গেলে মেরামত করে দেয়া হবে বললেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইড ইঞ্জিনিয়ার মিরাজুল হাকিম।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক করিডোর এন্ড রিজিওনাল এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম উইকেয়ার ফেস-১ প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহে ৮৪.৯৯ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে। এর অধীনে কোটচাঁদপুরেও সড়ক ও মার্কেট নির্মানের কাজ এগিয়ে চলেছে। কাজটি যৌথভাবে করছেন রানা বিল্ডার্স ও মিজানুর রহমান নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

গেল ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ সালে কাজটি শুরু হয়। যা সম্পন্ন হবে ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ সালে। এর তদারকিতে আছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিন ছিল বৃষ্টির দিন। ওই বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ করেন বলুহর ইউপি অফিস, গোবিন্দপুর বাজার সড়ক ভায়া রামচন্দ্রপুর সিঙ্গিয়া,সড়কে। যা আইডি নাম্বার – ২৪৪৪৪২৩০০৯।

খবর পেয়ে উপজেলা প্রকৌশলী কাজ বন্ধ করতে লিখিত ভাবে জানান প্রতিষ্টানটিকে। এরপরও বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে ওই সড়কের কাজ করেন তারা।

সিঙ্গিয়া গ্রামের রফিকুল ইসলাম, মমরেজ মন্ডল ও আতিয়ার রহমান

বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিনই ছিল বৃষ্টি। ওই বৃষ্টির মধ্যেই দেখলাম বড় বড় ট্র্যাকে পিচ ও মেটেরিয়াল আসছে। এরপর দেখলাম বৃষ্টির মধ্যেই তারা কাজ করছেন। আপনারা বাধা দেননি, এমন প্রশ্নে তারা বলেন, আমরা গ্রামের উমি মানুষ। এ কাজ সম্পর্কে কি জানি, আর বলেই বা কি হবে। তাদের কাজ তারা করেই যাবেন। গ্রামবাসী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এ রাস্তাটি নিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। এ জন্য অনেক কিছু জানার পরও গ্রামের মানুষ প্রতিবাদ করেনি।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইড ইঞ্জিনিয়ার মিরাজুল হাকিম বলেন, ১১ টার সময় মেটেরিয়াল সড়কে চলে আসে। আর বৃষ্টির সময় আমরা কাজ বন্ধ রেখে ছিলাম। বৃষ্টির পর পানি পরিস্কার করে,মেশিন দিয়ে ব্যাচমেন্ট শুকিয়ে কাজ করা হয়েছে। বৃষ্টি মধ্যে কাজ করা ঠিক হচ্ছে কি, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, বৃষ্টির মধ্যে কাজ করলে কোন সমস্যা নাই। এছাড়া এক বছরের সিকিউরিটি আছে, সড়ক নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত করে দেয়া হবে।

প্রজেক্ট ম্যানেজার শামসুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টির পানি বেশি হলে সমস্যা হয়। বেশি বৃষ্টি তো হয়নি। এরপরও যদি রাস্তার সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে রাস্তা আবারও করে দেয়া হবে।

উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডু বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছিল। এই বৈরী আবহাওয়া মধ্যে কাজ করতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লিখিত ভাবে নিশেধ করা হয়। এরপরও তারা কোন কথা না শুনে বৃষ্টির মধ্যেই ওই সড়কের কার্পেটিংয়ের কাজ করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিবেন কি, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ঘটনাটি উদ্ধোতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। যা ব্যবস্থা নেবার ওনারা নিবেন।

বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে মোবাইল যোগাযোগ করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলাম সঙ্গে। তবে ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

ঝিনাইদহে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, ভোগান্তিতে কর্মজীবী ও শ্রমিকরা

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে ঝিনাইদহে সকাল থেকেই থেমে থেমে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়া। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হঠাৎ এমন আবহাওয়ায় জনজীবনে নেমে এসেছে স্থবিরতা।

বৃষ্টির কারণে শহরের ব্যস্ত সড়কগুলো হয়ে পড়েছে ফাঁকা। প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। যারা বের হয়েছেন, তারা ছাতা ও রেইনকোট ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করছেন। তবে যানবাহনের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া দিনমজুর, রিকশাচালক ও ফুটপাতের ব্যবসায়ীরা। সকালে শহরের পায়রা চত্বর এলাকায় দেখা যায়, অনেক রিকশাচালক অলস বসে সময় কাটাচ্ছেন।

রিকশাচালক মিজানুর রহমান বলেন, “সকালে বের হইছি রিকশা নিয়ে, কিন্তু যাত্রী নাই। বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা বাতাসে কেউ রাস্তায় বের হচ্ছে না। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ঠিকমতো ভাড়া পাইনি। বৃষ্টির দিনে ঘরে বসে থাকলে তো পেট চলবে না, তাই নামছি রাস্তায়।”

কাপড় বিক্রেতা মনোয়ার হোসেন বলেন, “এই রকম আবহাওয়ায় ক্রেতা আসে না বললেই চলে। বৃষ্টির কারণে দোকান খুলেও বসে থাকতে পারছি না। সকাল থেকে বিক্রি করতে পারিনি। কষ্টের মধ্যে আছি।”

চায়ের দোকানদার মানিক মিয়া বলেন, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। দোকানে কেনা-বেচা খুবই কম। তবু দোকান খুলে বসে থাকি, যদি কিছু বেচা যায়।”

এদিকে শহরের নিচু এলাকাগুলোতে কোথাও কোথাও পানি জমে গেছে। কাদা ও ভেজা রাস্তায় চলাচলে ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

মেহেরপুরে বৃষ্টির অভাবে ধান চাষে বাড়ছে উৎপাদন খরচ

অনাবৃষ্টি আর অব্যাহত খরায় চলতি মৌসুমে রোপা আমন ধান আবাদ নিয়ে চরম বেকায়দায় পড়েছেন মেহেরপুর জেলার চাষিরা। টানা তাপদাহে পুড়ছে ধানের লাগানো চারা। এমনকি মাঠে লাগনো আমন ধানের চারাও এখন হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করেছে।

এদিকে কৃষকরা ফসলের জমি ভালো রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মৌসুমের শুরুতেই তীব্র খরায় পুড়েছে আমনের বীজতলা। আমন চাষের ভরা মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় এখনও অনাবাদী পড়ে আছে অনেক জমি।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের কৃষক জিয়ারুল ইসলাম বলেন, এখন বর্ষাকাল হলেও দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টির দেখা মিলছে না। অনাবৃষ্টি আর তীব্র খরতাপে ব্যাহত হচ্ছে ফসলের চাষ। আর আমন চাষে প্রতিটি সেচ বাবদ ২০০ টাকা করে দিতে হচ্ছে। কৃষকরা সেচ পাম্পের মালিকের সঙ্গে মৌসুম চুক্তি করেও সেচ দিচ্ছেন। এতে এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করতে এ বছর ছয় থেকে সাত হাজার টাকা অতিরিক্ত সেচ খরচ গুনতে হচ্ছে।

আমদহ গ্রামের কৃষক জামাত আলী বলেন, এ বছর আমার দুই বিঘা জমিতে ধানের চাষ আছে। বৃষ্টি না হওয়ায় একদিন পর পর সেচ দিতে হচ্ছে। একদিকে যেমন সার, বিষ ও ডিজেলের দাম বেড়েছে, তার ওপর অতিরিক্ত সেচ খরচ দিতে গিয়ে কৃষকরা এবার মাঠেই মারা যাবে।

উপজেলার নোনপাড়া গ্রামের কৃষক রাশিদুল ইসলাম বলেন, খরার কবলে পড়েছে জেলার প্রধান ফসল রোপা আমন। অন্যান্য বছর আমন ধান চাষের ভরা মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়। কোনো ধরণের সেচ দিতে হয় না। কিন্তু এ বছর বর্ষা মৌসুমেও বৃষ্টির মুখ দেখা যায়নি। আমার আট বিঘা জমিতে রোপা আমনের চাষ রয়েছে। এখন জমিতে একদিন পর পর সেচ দিতে হচ্ছে। অনাবৃষ্টির কারণে ধান ওঠা পর্যন্ত শুধু সেচ খরচ বাবাদ আমার ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। কৃষকের এখন বর্ষা মৌসুমেও চৈত্র ধান চাষের মতো খরচ হচ্ছে বলে জানান তিনি।

গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মতিয়ার জানান, প্রতি বছর আমি চার থেকে পাঁচ বিঘা জমিতে আমন আবাদ করে থাকি। এ বছর অনাবৃষ্টি আর

খরার কারণে ভালো চারা পাইনি। বীজতলাও রোদে শুকিয়ে গেছে।

একই উপজেলার বাওট গ্রামের আশরাফুজ্জামান কালু বলেন, বছরে সাত থেকে আট বিঘা জমিতে রোপা আমন চাষ করি। কিন্তু এবার বৃষ্টি না হওয়ায় ক্ষেতে রোপন করা চারাগুলো মারা যাচ্ছে। আষাড় চলে গিয়ে আজ শ্রাবণ মাসের ৩ তারিখ। তবুও বৃষ্টির দেখা নেই।

কৃষি বিভাগ সূত্র জানায়, চলতি রোপা আমন মৌসুমে মেহেরপুর জেলায় ২৬ হাজার ৩৭০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধান চাষের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়নি। এখনও সময় আছে। চারা নিয়ে অনেকেই অপেক্ষায় আছেন। এর মধ্যে বৃষ্টি হলে কৃষকরা ধান লাগাতে শুরু করবেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সামছুল আলম বলেন, রোপা আমন চাষ বৃষ্টি নির্ভর। কিন্তু এ বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়নি। তার ওপর বেশ কিছুদিন ধরে খরায় পুড়ছে আমনের বীজতলা। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের সম্পূরক সেচের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।